দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 6 MAY 2010
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৫

বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় নিবন্ধন নীতিমালা জারি

বিদ্যালয় স্থাপনে বিদ্যালয়বিহীন গ্রামকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে

জনসংখ্যা হতে হবে কমপক্ষে ২ হাজার

তালুকদার হারুন

বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনে বিদ্যালয়বিহীন গ্রামকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। এক্ষেত্রে বিদ্যালয়বিহীন গ্রামের জনসংখ্যা কমপক্ষে ২ হাজার জন হবে। বিদ্যালয়ের প্রস্তাবিত স্থানের দুই কিলোমিটারের মধ্যে অন্য কোন প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না থাকলে সেখানে নতুন বিদ্যালয় স্থাপন করা যাবে।

তবে ঘন বসতিপূর্ণ এলাকা, অতিদরিদ্র শিশু, আদিবাসী শিশু, সহনীয়মাত্রার প্রতিবন্ধী ও শ্রমজীবী শিশুদের জন্য পরিচালিত বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে এই বাধ্যবাধকতা শিথিলযোগ্য। একই সাথে দুই কিলোমিটারের মধ্যে পূর্বে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১৫০ জনের অধিক হলেও দূরত্বের এই শর্ত শিথিলযোগ্য। এসব শর্ত ও বাধ্যবাধকতা আরোপ করে গত ২৮ এপ্রিল 'বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় নিবন্ধন নীতিমালা' জারি করেছে প্রাথমিক

বিদ্যালয় স্থাপনে বিদ্যালয়বিহীন
১৬-এর পৃষ্ঠার পর

ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। নতুন নীতিমালা অনুযায়ী বিদ্যালয়ে কমপক্ষে ৪ জন শিক্ষক থাকতে হবে, এদের মধ্যে অন্তত দু'জন শিক্ষিকা হবেন। প্রধান শিক্ষক এবং সহকারী শিক্ষকদের ক্ষেত্রে যোগ্যতা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং সহকারী শিক্ষকদের জন্য অনুসৃত শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকতে হবে। তবে দুর্গম এলাকা, চরাঞ্চল, হাওড়, চা-বাগান, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার জন্য মহিলা শিক্ষিকার সংরক্ষিত পদ ও শিক্ষাগত যোগ্যতার বিষয়টি শিথিলযোগ্য। তবে স্থায়ী রেজিস্ট্রেশনের পূর্বেই শিক্ষকদের ন্যূনতম যোগ্যতা অর্জন ও প্রয়োজনীয় সব প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে। তা না হলে স্থায়ী রেজিস্ট্রেশন প্রদান ও এমপিওভুক্ত করা হবে না। বিদ্যালয়ে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত কমপক্ষে ১৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী থাকতে হবে। দুর্গম এলাকা, প্রত্যন্ত চর, চা-বাগান, হাওর-বাঁওড়, পার্বত্য জেলাসমূহের জন্য এই শর্ত শিথিলযোগ্য। এক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কমপক্ষে ৫০ জন হতে হবে।

আবেদনকারী বিদ্যালয়টিকে হতে হবে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রাথমিক বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) নির্ধারিত কারিকুলাম ও পাঠ্যপুস্তক ব্যবহৃত হতে হবে। পার্বত্য এলাকার অধিবাসীদের নিজস্ব কৃষ্টির ওপর প্রণীত পাঠ্যবই ও উপকরণ প্রাসঙ্গিক হিসাবে ব্যবহার করা যাবে। নীতিমালা অনুযায়ী বিদ্যালয়ের নামে জমির দলিল ও নাম জারি সংবলিত নির্ধারিত পরিমাণ জমি থাকতে হবে। এক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশন এলাকার জন্য ৮ শতাংশ, পৌর এলাকার জন্য ১২ শতাংশ এবং অন্যান্য এলাকার জন্য ৩০ শতাংশ। ওই জমিতে বিদ্যালয়ের নিজস্ব ঘর (দৈর্ঘ্য ৭০ ফুট, প্রস্থ ১২ ফুট) এবং ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সুপেয় পানির ব্যবস্থাসহ পৃথক টয়লেট থাকতে হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য খেলার মাঠ বা খোলা জায়গার সংস্থান থাকতে হবে। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জমি প্রদানে ব্যক্তিগত উদ্যোক্তা পাওয়া না গেলে সরকারী খাস জমি অথবা পরিত্যক্ত জমি ও চরাঞ্চলে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা অনুমতি পাওয়া গেলে এক বছর সন্তোষজনক বিদ্যালয় পরিচালনার পর উদ্যোক্তারা রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন করতে পারবেন। প্রাথমিক অনুমতিতে কোনক্রমেই রেজিস্ট্রেশন হিসেবে গণ্য করা যাবে না।